তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১২

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC) এর আজ বিকাল ৫টা পর্যন্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণের জন্য এ পর্যন্ত দেশে ৬ লাখ ৬২ হাজার ২ শত ৮৯ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ লাখ ২১ হাজার ৯ শত ৮৯ জন, দু’টি সমুদ্রবন্দরে ৯ হাজার ৬ শত ৬৩ জন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে ৭ হাজার ২৯ জন এবং অন্যান্য চালু স্থলবন্দরসমূহে ৩ লাখ ২৩ হাজার ৬ শত ৮ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬ জনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে COVID-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৯ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৫ জন। এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে ৪ জন।

 আজ সকাল ৮টার পূর্বের ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৬ হাজার ২শ’ ৩৫ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে এবং ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩ হাজার ৭৬৩ জন। এছাড়া বর্তমানে দেশে হাসপাতালগুলোতে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা মোট ৭ জন।

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ইতোমধ্যে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ নিয়েছে :

* আগামী ২৬ মার্চের সরকারি ছুটি এবং ২৭-২৮ মার্চের সাপ্তাহিক ছুটির সাথে ২৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৩ ও ৪ এপ্রিল ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটির দিন এই বন্ধের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কাঁচাবাজার, খাবার এবং ঔষধের দোকান, হাসপাতাল এবং জরুরি সেবার জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।
* বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জনস্বার্থে আইনের প্রয়োগ বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারা, উপধারা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হতে পারে বলে গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালনায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহে বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে;
* সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালিতে ও সৌদি আরবে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন।
* বিদেশ থেকে এসে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ অমান্য করায় ৯ জেলায় ১৭ জন প্রবাসীকে জরিমানা করা হয়েছে।
* সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধানগণ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়াসে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন।

#

তাসমীন/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১১

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা অব্যাহত রাখা হবে

 -- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত সেবা যে কোনো অবস্থাতেই অব্যাহত রাখা হবে। সেবা নিয়ে সরকার সর্বদা গ্রাহকদের সাথেই থাকবে। যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা নিয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলা যাবে।

 প্রতিমন্ত্রী, আজ মন্ত্রণালয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহে করণীয় নিয়ে নির্দেশনা প্রদানকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে-উপদলে বিভক্ত করে রোস্টারের ভিত্তিতে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। সব সময় বিকল্প দল প্রস্তুত রাখতে হবে। তিনি প্রত্যেক অফিসেই প্রয়োজনে ‘আইসোলেশন’ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি করপোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড হতে করোনা সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে নির্দেশ দেন।

 অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ মোস্তফা কামাল (ফোন নং-০১৭১১-৯৪২০২২) ও উপসচিব (বাজেট) মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান (ফোন নং-০১৭১২-৮৭২০৭৩) গ্যাস ও জ্বালানি সংক্রান্ত সহযোগিতা ও তথ্য এই ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদ্বয় দিবেন। বিদ্যুৎ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এ কে এম হুমায়ূন কবীর (ফোন নং-০১৭৭৭-১৯০৯১৭) ও যুগ্নসচিব (প্রশাসন) রেজওয়ানুর রহমান (ফোন নং-০১৭১১-৯০৫৮১৯)। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সহযোগিতা ও তথ্য উপরোক্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদ্বয়ের কাছে পাওয়া যাবে।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমান, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ, বিপিসি’র চেয়ারম্যান মোঃ শামসুর রহমান, বিপিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, আরইবি’র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মঈন উদ্দিন, পাওয়ার সেলের ডিজি মোহাম্মদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১০

**দু’টি শর্তে খালেদা জিয়ার দণ্ডাদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত**

 **-- আইনমন্ত্রী**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

           আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে খালেদা জিয়ার বয়স বিবেচনায় নিয়ে ও মানবিক কারণে সদয় হয়ে দু’টি শর্তে তাঁর দণ্ডাদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার উপধারা ১ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

 মন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি পাওয়ার শর্ত দু’টি হচ্ছে তিনি ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন এবং উক্ত সময়ে তিনি দেশের বাইরে গমন করতে পারবেন না। তবে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে পারবেন। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে বাধা নেই।

 আজ গুলশান আবাসিক অফিসে জরুরি এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

 মন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়াকে লন্ডনে উন্নত চিকিৎসার জন্য নির্বাহী আদেশে মুক্তি চেয়ে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে সরকারের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছিল। এরপর খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার, তাঁর বোন সেলিমা ইসলাম এবং তাঁর বোনের স্বামী রফিকুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এ বিষয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সেখানে নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

 এর প্রেক্ষিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী খালেদা জিয়ার সাজা ৬ মাসের জন্য স্থগিত রেখে ও তাঁকে ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ এবং উক্ত সময়ে তাঁর দেশের বাইরে গমন না করার শর্তে মুক্তি দেওয়ার জন্য আইন মন্ত্রণালয় মতামত দিয়েছে এবং এই মতামত সম্পর্কিত নথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় তাঁকে মুক্তি দেওয়ার পর  থেকে এটি কার্যকর হবে।

#

রেজাউল করিম/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৯

**করোনা মোকাবিলায় প্রায় ৮ শতাধিক পিপিই হস্তান্তর করেছেন এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

লক্ষাধিক প্রবাসীর এলাকা শরীয়তপুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা পুলিশ এবং সাংবাদিকদের নিরাপদে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রায় ৮০০ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) হস্তান্তর করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম। এছাড়া তিনি নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ উপজেলাসহ শরীয়তপুর জেলায় প্রায় ৮ হাজার মাস্ক, ১ হাজার হ্যান্ড গ্লোভস-সহ ১ হাজার পিস স্যানিটাইজার সরবরাহ করেছেন। তাঁর মায়ের নামে গড়া বেগম আশরাফুন্নেসা ফাউন্ডেশন থেকে সম্মিলিতভাবে এই সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়।

এ বিষয়ে শরীয়তপুরের সিভিল সার্জন ডা. এস এম আব্দুল্লাহ আল মুরাদ টেলিফোনে বলেন, শরীয়তপুরে এখনো কোন করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়নি। জেলায় এখন ৩৭৭ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন যারা প্রত্যেকেই প্রবাসী।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জানান, Ôকরোনার বিস্তার প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ছুটি-সহ করোনা মোকাবিলায় সম্পৃক্ত সকলকে সহযোগিতার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। অতীতে যে কোনো দুর্যোগের ন্যায় এই সঙ্কটও আমরা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করবো। গত ১৯ মার্চ আমি নড়িয়া উপজেলায় বিশেষ সভা করে সকলকে সরকারি নির্দেশনা মানার আহ্বান জানিয়েছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও আশরাফুন্নেসা ফাউন্ডেশন জেলার যে কোনো সঙ্কটে পাশে থাকবে।Õ

#

আসিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৮

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১২ হাজার ৫৬৬ সেট পিপিই বিতরণ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স-সহ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মীদের ব্যবহারের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১২ হাজার ৫৬৬ সেট পিপিই (Personal Protective Equipment) বিতরণ করা হয়েছে।

 আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের তাৎক্ষণিক নির্দেশে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৮টি বিভাগীয় দপ্তরের আওতায় জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহ দেশব্যাপী এই পিপিই বিতরণ কাজ শুরু করে।

 ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল ও ময়মসসিংহ বিভাগে জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৩ মার্চ ও আজ উল্লিখিত পরিমাণ পিপিই বিতরণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর।

 এ প্রসঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ‘করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। এই ভাইরাস মোকাবিলায় সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ও সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ আলোকে করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহকে মজুতকৃত পিপিই বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।’

 উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহে পূর্বে মজুতকৃত ও অব্যবহৃত পিপিই দেশের সংকটকালীন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে চিকিৎসা কাজে বিতরণ করা হয়েছে।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৭

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ

**বাজার ব্যবস্থা ও আমদানি-রপ্তানি পর্যবেক্ষণে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব বিবেচনা করে উদ্ভূত বাজার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৩ নম্বর ভবনের ২৩ নং কক্ষ এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর-০২-৯৫৪৫৮৫৩। সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনে এ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে রাত ১২ পর্যন্ত শুক্র-শনিবারসহ ২৯ মার্চ পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পালাক্রমে এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন। এ রোগের সম্ভাব্য প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা এবং এ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বাস্থ্য সেবা চাইলে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর এবং ট্রেডিং করপোরেশন অভ্‌ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর বাজার অভিযান পরিচালনাসহ স্বাভাবিক দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করবে। জরুরি সেবা প্রদানের জন্য এখানে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মোবাইল নম্বরগুলো হচ্ছে- ঢাকা বিভাগীয় অফিস- উপপরিচালক মোবাইল নম্বর : ০১৮১৯৪০৪৭৩০, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোবাইল নম্বর : ০১৭১১২৭৩৮০২, সহকারী পরিচালক, ঢাকা জেলা- মোবাইল নম্বর ০১৭১৪৪৬১১৮২ এবং ভোক্তা বাতায়ন নম্বর : ১৬১২১।

ট্রেডিং করপোরেশন অভ্‌ বাংলাদেশ (টিসিবি) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় চলমান থাকবে। টিসিবির পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ  কক্ষের টেলিফোন নম্বর ০২- ৫৫০১৩৪৪৭।

#

বকসী/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৬

**৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন বন্ধ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন বন্ধ থাকবে।

 আজ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

 অফিস আদেশে আরো জানানো হয় বিদ্যালয় বন্ধকালীন নিজেদের এবং অন্যদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান কররে। শিক্ষার্থীদের বাসস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

 এছাড়া বন্ধকালীন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ তাদের নিজ নিজ শিক্ষার্থীরা যাতে বাসস্থানে অবস্থান করে নিজ নিজ পাঠ্যবই অধ্যয়ন করে সে বিষয়টি অভিভাবকদের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

 অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম -আল-হোসেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা এবং পড়াশোনার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৫

ভিডিও বার্তায় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
 **আজ থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ, ফেরি চলাচল সীমিত**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ থেকে নৌপরিবহন সম্পূর্ণ বন্ধ। লঞ্চ চলাচল করবে না। যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল করবে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য আছে সেগুলো কার্গোর মাধ্যমে পরিবহন করা হবে। সীমিত আকারে ফেরি চলাচল করবে। ফেরিতে সাধারণ মানুষ পারাপারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ সচিবালয়স্থ অফিস থেকে এক ভিডিও বার্তায় এসব তথ্য জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা করোনা ঝুঁকির মধ্যে আছি। এ ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য প্রতিটি মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন। সড়ক পথে এম্বুলেন্স-সহ জরুরি যান চলাচলের প্রয়োজন হয়। সে কারণে ফেরি চলাচল সীমিত আকারে চালু রেখেছি। এম্বুলেন্স বা প্রয়োজনীয় যান পারাপারের জন্য ফেরি সীমিত আকারে চলাচল করবে।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৪

**সীমিত আকারে ব্যাংকিং কার্যক্রম** **চালু থাকবে**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে বাংলাদেশ সরকার ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

 এমতাবস্থায়, ২৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সীমিত আকারে ব্যাংকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ পালন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে :

* শুধুমাত্র নগদ জমা ও উত্তোলন এর জন্য অনলাইন সুবিধা সম্বলিত ব্যাংক সমূহের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের লেনদেনের সার্বিক সুবিধা নিশ্চিত করনার্থে শাখাসমূহের মধ্যে দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা খোলা রাখতে হবে;
* অনলাইন সুবিধা বহির্ভুত ব্যাংকের শাখাসমূহ শুধুমাত্র নগদ জমা ও উত্তোলন এর জন্য খোলা থাকবে। শুধুমাত্র জরুরি বৈদেশিক লেনদেনের জন্য এডি শাখাসমূহ খোলা রাখা হবে;
* সবক্ষেত্রে দৈনিক ব্যাংকিং লেনদেনের সময়সূচি হবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত। লেনদেন পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগ দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। এক্ষেত্রে ২২ মার্র্চ ২০২০তিারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর নির্দেশনা অনুসারে সোস্যাল ডিসট্যান্সিং সংক্রান্ত WHO গাইডলাইনস যথাযথ পরিপালন ও রোস্টারিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োজিত করে কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে;
* এটিএম ও কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন চালু রাখার সুবিধার্থে এটিএম বুথগুলোতে পর্যাপ্ত নোট সরবরাহসহ সার্বক্ষণিক চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

#

অনসূয়া/গিয়াস/*আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৩

**পরিকল্পনা বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮ ক্যাটাগরির ৫০টি শুন্য পদ যেমন হিসাব রক্ষক, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, ট্রেসার, সর্টার ও অফিস সহায়ক পদে আগামী ৩ এপ্রিল ২০২০ অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত: স্থগিত করা হয়েছে।

 লিখিত পরীক্ষার সংশোধিত তারিখ ও সময় পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা এবং পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েব সাইট ( [www.plandiv.gov.bd](http://www.plandiv.gov.bd/%22%20%5Ct%20%22_blank) ) এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

#

শাহেদ/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৬১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০২

**করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনা**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 **গত ২৩ মার্চ সোমবার করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জানানো যাচ্ছে যে :**

* **২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল** পর্যন্ত **সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি/বন্ধ সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের জন্য প্রযোজ্য। স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদপত্রসহ অন্যান্য জরুরি কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়;**
* **সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এই ছুটি/বন্ধকালীন সময়ে অবশ্যই নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করবেন;**
* **এই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জনগণকে ব্যাপকহারে পারস্পরিক মেলামেশা বা সংস্পর্শে এসে রোগ বিস্তার করা থেকে বিরত রাখার জন্য। সে কারণে সর্বসাধারণকে এই সময়ে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাওয়া বা ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে।**
* **ঔষধ/খাদ্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয়সহ অন্যান্য শিল্পকারখানা/প্রতিষ্ঠান/বাজার/দোকান-পাট নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলবে।**
* **গণপরিবহন ব্যতীত অন্যান্য জরুরি পরিবহন যেমন-ট্রাক, কার্গো, অ্যাম্বুলেন্স ও সংবাদপত্রবাহী গাড়ী ইত্যাদি যথারীতি চলবে।**

#

অনসূয়া/গিয়াস/*আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০১

**স্ক্রলে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রলে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগে ৮ ক্যাটাগরির ৫০টি শুন্য পদে আগামি ৩ এপ্রিল ২০২০ অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত: স্থগিত করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার সংশোধিত তারিখ ও সময় পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা এবং পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েব সাইট ([www.plandiv.gov.bd](http://www.plandiv.gov.bd/)) এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

#

শাহেদ/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০০

**জনপ্রতিনিধিরা করোনা মোকাবিলায় কাজ করছে**

 **-এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা করোনা মোকাবিলায় কাজ করছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিটি করা হয়েছে যাতে বিদেশ ফেরত বা সংক্রমনের ঝুঁকিতে যারা আছেন তাদের ‘হোম কোয়ারেন্টিন’ নিশ্চিত করা যায়। একইভাবে উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

 আজ সচিবালয় হতে এক ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী এসব তথ্য জানান। এছাড়াও তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গৃহিত Kvh©µgও তুলে ধরেন। মন্ত্রণালয়ের গৃহিত Kvh©µgগুলো হলোঃ-

১) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন;

২) বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করাসহ কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

৩) বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টিনের বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জনপ্রতিনিধিদেরকে আবশ্যিকভাবে স্ব-স্ব নির্বাচনি এলাকা/কর্মস্থলে অবস্থান করতঃ স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্থলে অবস্থান করার নির্দেশনা প্রদান।

৫) টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য ব্যবহৃত স্থানে ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভবনগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা;

৬) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সংক্রমণ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ:

* ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ‘ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল’-কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের আইসোলেশনে রাখার জন্য প্রস্তুত রাখা;
* সুবিধাজনক স্থানে জনগণের হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লিকুইড/হাতধোয়া সাবান এবং হাত জীবাণুমুক্ত করার জন্য স্যানিটাইজার রাখার নির্দেশনা প্রদান;
* ‘সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়’ শীর্ষক প্রচারণা (মাইকিং ও লিফলেট) এবং মাস্ক বিতরণ করা;
* জনসমাগম রোধকল্পে কাউন্সিলরগণের নেতৃত্বে ওয়ার্ডভিত্তিক তদারকি কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
* সম্প্রতি বিদেশ ফেরত কোন ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দকে জনসম্মুখে না আসার জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক কাউন্সিলরের নেতৃত্বে প্রচারণা চালানো। নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

চলমান পাতা

-২-

* সকল সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা;
* স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতালগুলোকে জরুরি প্রয়োজনে প্রস্তুত রাখা;
* স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-সহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং সকল নির্দেশনা/ বিজ্ঞপ্তি যথাযথ অনুসরণ করা;
* ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাঁদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার  জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত/ পরামর্শ অনুসরণ করা;
* উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোয়ারেন্টাইন সুবিধা প্রদানের মত উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখা;
* মুজিববর্ষ উপলক্ষে সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থাপিত ক্ষণগননা (Countdown) যন্ত্রসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী সংক্রমন প্রতিরোধকল্পে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের নির্দেশনা প্রদান।

৭) সংক্রমন প্রতিরোধে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত সভার কার্যবিবরণী, নির্দেশনা ও বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান এবং মনিটরিং সেল গঠন। মনিটরিং সেলের ফোকাল পয়েন্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমিতাভ সরকার (মোবাইল নং- ০১৭১২-৯৯৯৯২৪) এবং টেলিফোন নং- ৯৫৭৩৬২৫।

৮) বিদেশি সংস্থার সাথে সভা ও বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

 মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকল নাগরিককেই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

#

মাহমুদুল/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৯

**আজ সন্ধা থেকে সকল যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, আজ সন্ধার পর থেকে সকল যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে এ সময় মালবাহী ও তেলবাহী ট্রেন সীমিত পরিসরে চলাচল করবে। আজ রেলভবনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

 মন্ত্রী বলেন, অনেক ট্রেন পথিমধ্যে চলমান অবস্থায় আছে। ট্রেনগুলো ঢাকায় এসে আবার তাদের নির্ধারিত ছাড়ার প্রান্তে চলে যাবে। তবে সন্ধার পর থেকে শিডিউল অনুযাযী কোন ট্রেন চলবে না।

 এ ব্রিফিংকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামসুজ্জামান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/অনসূয়া/গিয়াস/*আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা*

Handout Number : 1098

**M Riaz Hamidullah Ambassador to Netherlands**

Dhaka, 24 March :

 The Government has decided to appoint M Riaz Hamidullah, currently serving as the High Commissioner of Bangladesh to Sri Lanka, as the new Ambassador of Bangladesh to the Netherlands.

 Ambassador Hamidullah is a career diplomat who belongs to 15th batch (1995) of Bangladesh Civil Service (Foreign Affairs).

 Ambassador Hamidullah served in various capacities in Bangladesh Mission in New Delhi and Bangladesh Permanent Mission in New York. He also served as Director at SAARC Secretariat in Kathmandu. At the headquarters, he worked in various capacities inter alia on multilateral economic issues, South Asian and European affairs, regional cooperation.

 Ambassador Hamidullah is a post-graduate in Economics.

#

Khadiza/Anasuya/Gias/Asma/2020/1520 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৭

**সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, প্রাক প্রাথমিক থেকে আরম্ভ করে সব রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ৯ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে মন্ত্রী এ সিদ্ধান্ত জানান।

 শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা শিক্ষা বিভাগের সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 এ সময় মন্ত্রী আরো জানান আগামী ২৮ মার্চ শনিবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সংসদ টিভির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ক্লাস সম্প্রচার করা হবে।

#

খায়ের/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৫

**করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি ছুটির দিনে কর্মস্থল ত্যাগ না করার অনুরোধ**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ মার্চ এর নির্দেশনার আলোকে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাবজনিত যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত ২৬ মার্চ হতে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটির সময়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিজ নিজ কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৬

**দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের পাসপোর্টে বর্ণিত ঠিকানা ব্যতীত অন্য ঠিকানায়**

**অবস্থানের ক্ষেত্রে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করতে পুলিশের নির্দেশ**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 ১ মার্চ থেকে দেশে আগত প্রবাসী বাংলাদেশি যারা পাসপোর্টে বর্ণিত ঠিকানা ব্যতীত অন্য ঠিকানায় অবস্থান করছেন তাঁদেরকে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করে তাদের বর্তমান অবস্থান ও মোবাইল নম্বর জানাতে পুলিশ হেডকোয়ার্টাস থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 #

রাশেদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/*আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৪

**বিসিআইসি ও অধীনস্ত কারখানাসমূহে করোনাসংক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 বিসিআইসি ও অধীনস্ত কারখানাসমূহে করোনাসংক্রমণ রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং সর্দি, কাশি ও শ্বাস- প্রশ্বাসে সমস্যা অর্থাৎ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাব্য উপসর্গ দেখা দিলে তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিককে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করে হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হবে।

 বিসিআইসি চিকিৎসা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও হ্যান্ড গ্লাভস ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কিছুক্ষণ পরপর হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

 বিসিআইসি চিকিৎসা কেন্দ্রে আগতদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমনরোধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

 করোনা বিষয়ে টেলিফোনে কারখানার চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক (মেডিকেল) ডাঃ এ কে মোহাম্মদ আলী এ বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৪০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৩

**২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে গণপরিবহন লকডাউন**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে গণপরিবহন লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ঔষধ, জরুরি সেবা, জ্বালানি ও পচনশীল পণ্য পরিবহন-এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

পণ্যবাহী যানবাহনে কোনো যাত্রী পরিবহন করা যাবে না।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ সকালে সচিবালয় থেকে এক ভিডিও বার্তায় একথা জানান।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৩১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯২

**ছুটিতে ঘরে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ছুটিকালীন সময়ে ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য সরকারের নির্দেশনা মেনে চলতে সকল স্তরের সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

 করোনা ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধে জনগণের ‘হোম কোয়ারেন্টিন’ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

 কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অনেক সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী বিভিন্ন গণপরিবহন ব্যবহার করে রাজধানী বা বিভিন্ন শহর থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গমন করছে যার ফলে পরিবহনগুলোতে অস্বাভাবিক ভীড় হচ্ছে যা সকলের জীবনের জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/গিয়াস/আসমা/২০২০/*১২০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯১

**টিসিবি এবং ভোক্তা অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ছুটি বাতিল**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন টিসিবি এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সবধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

 #

বকসী/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯০

**স্ক্রলে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

 সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রলে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন টিসিবি এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সবধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

#

বকসী/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৯

**করোনা নিয়ন্ত্রণে দেশের সকল জেলায় সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রণে সরকার দেশের সকল জেলায় সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

 সে অনুযায়ী করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তার লক্ষ্যে 'In Aid to Civil Power' এর আওতায় আজ দেশের সকল বিভাগ এবং জেলায় সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে।

 সমন্বয় কার্যক্রম শেষে আগামীকাল সেনাবাহিনী পুরোপুরি কাজ শুরু করবে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তিবর্গের কোয়ারেন্টিনে থাকা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহে সহায়তা ও সমন্বয় করবে। সেনাবাহিনী বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনে মেডিকেল সহায়তা ও প্রদান করবে।

 উপকুলীয় এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় নৌবাহিনী কাজ করবে। হাসপাতালের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও জরুরি পরিবহন কাজে বিমানবাহিনী নিয়োজিত থাকবে।

#

রাশেদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/*আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1088

**Prime Minister’s message on the Genocide Day**

Dhaka, 24 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the Genocide Day :

 "March 25 is the most dreadful day in the life of the Bangalee Nation. On this day in 1971, one of the most horrific and brutal genocide of the world history took place in Bangladesh.

 On the Day of Genocide, I pay my deep homage to the Greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I also pay rich tributes to the four national leaders, martyred freedom fighters of the Liberation War and those dishonoured women whose supreme sacrifices have given us Independence. I extend my sympathy to the wounded freedom fighters and the members of martyr's families.

 The Bangalee Nation under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman fought against the oppression and deprivation of the Pakistani rulers for 23 long years. Awami League led by the Father of the Nation secured an absolute majority winning 167 of the 169 seats of East Bengal in the General Elections of 1970. But the Pakistani rulers refused to hand over power to the Bangalees. Calling for independence at the then Racecourse Ground on 7 March 1971 Bangabandhu declared. 'The struggle this time is the struggle for our emancipation; the struggle this time is the struggle for independence, Joi Bangla.'

 Yahya Khan, the president of Pakistan, began to waste time in the name of negotiations and assembled troops in East Bengal. On 25 March, Yahya Khan went to Pakistan secretly giving the order of genocide in the name of Operation Search Light. The Pakistani occupation forces began massacre of innocent and unarmed Bengalis on that black night. Only in nine months, Pakistani forces and their local collaborators-Rajakar, Al-Badar and Al-Shams killed three million people all over the country. Two lakhs women were violated. Thousands of homes were set fire and looted. Nearly one crore people were driven out of their homes and they took refuge in India. More than three crore peolpe were displaced internally.

 The government of Bangladesh Awami League decided to observe 25 March as 'Genocide Day'. On 11 March 2017 the National Parliament unanimously passed a proposal to observe the day and the Cabinet on 20 March approved the proposal to observe 25 March as 'Genocide Day'.

 The government of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman framed the International Crimes (Tribunals) Act-1973 for the trial of the war criminals. Under the law, trial of many offenders had begun. But assuming to power illegally Ziaur Rahman stopped the trial of the war criminals and released them. Not only that, he made the war criminals partner of the state power. Later, Khaleda Zia also made Nizami-Mujahid, the two notorious collaborators of genocide, cabinet members allowing them to hoist national flag in their vehicles and houses.

 The Awami League government has been conducting the war crimes trial since assuming to power in 2009. Some of the verdicts of the trial have already been executed. The trial of the war criminals will go on. We have taken all-out initiatives to achieve international recognition of genocide of 1971 in Bangladesh.

 The observance of 25 March as 'Genocide Day' will be regarded as nation's memorial of eternal respect and testimony to the martyrs of the Liberation War.

 Let us get united with the spirit of the great War of Liberation and build a hunger-poverty free happy-prosperous Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation.

 I wish all the programmes of Genocide Day a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Rejaul/Anasuya/Gias/Asma/2020/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৭

**গণহত্যা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণহত্যা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “২৫ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে বাংলাদেশে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতম গণহত্যাগুলোর একটি।

 গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাকে, মুক্তিযুদ্ধের শহিদ এবং নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকদের নিপীড়ন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা’।

 পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। পূর্ব বাংলায় সৈন্য সমাবেশ করে। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট-এর নামে গণহত্যার আদেশ দিয়ে গোপনে পাকিস্তানে চলে যায় ইয়াহিয়া খান। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেই কালরাতে অতর্কিতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। মাত্র ৯ মাসে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর-রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর সদস্যরা সারা দেশে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে। এত অল্প সময়ে এত মানুষ হত্যা করার নজির পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। সম্ভ্রমহানি করা হয় ২ লাখ মা-বোনের। লাখ লাখ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট করা হয়। বাড়িঘর ছেড়ে প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তচ্যুত হয় আরও প্রায় ৩ কোটি মানুষ।

 আওয়ামী লীগ সরকার ২৫ মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১৭ সালের ১১ মার্চ মহান জাতীয় সংসদে এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ২০ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন-১৯৭৩ প্রণয়ন করেছিলেন। সেই আইনের আওতায় অনেকের বিচার শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে যুদ্ধপরাধীদের বিচার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং তাদের মুক্তি দেয়। চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার করে। পরবর্তীকালে খালেদা জিয়াও গণহত্যার দোসর নিজামী-মুজাহিদদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়।

 ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করে আসছে। বেশ কিছু বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত থাকবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

 ২৫ মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালন প্রকৃতার্থে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি জাতির চিরন্তন শ্রদ্ধার স্মারক এবং সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

 আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তুলি জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

 আমি গণহত্যা দিবস-২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/অনসূয়া/গিয়াস/আসমা/*২০২০/১১০০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৬

**গণহত্যা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :**

 **­­­**

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ ভয়াল ২৫ মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিচালিত ‘অপারেশন সার্চলাইট’ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি বর্বরতম ও মর্মান্তিক ঘটনা। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেইসব শহিদদের যাঁরা এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিরস্ত্র অবস্থায় নির্মম গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন।

 বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। পুড়িয়ে দেয় অসংখ্য ঘরবাড়ি-স্থাপনা। এর ব্যাপ্তি ছিল ঢাকাসহ সারাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্‌স, পিলখানা ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) সহ যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চলে। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহতায় এক কোটি বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতে। এ দিবসটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। গণহত্যা দিবস বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক।

 নানা ষড়যন্ত্র করেও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে প্রতিহত করতে না পেরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করতেই ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদারেরা এ দেশের গণমানুষের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্ব মানবতার ইতিহাসেও একটি কালো অধ্যায়। এমন গণহত্যা আর কোথাও যাতে না ঘটে, গণহত্যা দিবস পালনের মাধ্যমে সে দাবিই বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হবে।

 সকল বাধা পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন সমৃদ্ধির ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যয়ে দেশ আজ ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই আমরা একাত্তরের গণহত্যায় জীবনদানকারী প্রতিটি প্রাণের প্রতি জানাতে পারি আমাদের চিরন্তন শ্রদ্ধাঞ্জলি।

 এবছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/অনসূয়া/গিয়াস/*আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না